Episode no -21

Overuse of ground water & consequence

Science communicators' forum-এর পক্ষ থেকে **তপস্যা দত্ত**

[SCENE – 1]

হারাধন – (আপনমনে হিসেব করছে যেন) বিয়ের গয়না কেনা শেষ, শাড়িও হল, তত্ত্ব সাজাবার জিনিস কিনলাম, আর কি কি বাকি যেন ... আর ... আর ...

বটুকেশ্বর – এই যে হারাধন কত্তা! বলছি কেমন চলছে মেয়ের বিয়ের কাজকর্ম?

হারাধন – কে? ওহ্, বটুকেশ্বর নাকি? এসো এসো। এই চলছে। কি কি কাজ বাকি তারই হিসেব করছিলাম।

বটুকেশ্বর– তা হিসেব করে কি পেলেন? কি কি কাজ বাকি আরও? দ্যাখেন এই অধমও যদি কোনও কাজে লাগে বলতে পারেন। বটুকেশ্বর দত্ত জান দিয়ে যে কোনও কাজ করে দেবে।

হারাধন – আরে না না, জান টান দিতে হবে না। সামান্য যদি কিছু কাজ থাকে বলব নিশ্চয়ই। বোঝোই তো, মেয়ের বিয়ে... হাজার রকম কাজ থাকেই। সবই প্রায় শেষের দিকে। শুধু ভাবছিলাম রতন জেলেকে বায়না দিয়ে আসবো বিয়ের দিন সকালে পুকুরে জাল ফেলে একদম টাটকা রুই-কাতলা ধরতে।

বটুকেশ্বর– কোন পুকুরে? আপনাদের এই বাড়ির পাশেরটায়?

হারাধন – (হেসে) হ্যাঁ, আর কোথায়? অন্যের পুকুরে জাল কেন ফেলবো?

বটুকেশ্বর– (বিমর্ষ হয়ে) ওহ্!

হারাধন – কি ব্যাপার? এ কথা শুনে তুমি আবার চিন্তায় পড়লে কেন?

বটুকেশ্বর– আসলে, অভয় দ্যান তো ব্যাপারটা বলি একটু।

হারাধন – হ্যাঁ হ্যাঁ বলো, জানতেই তো চাইছি, কি ব্যাপার?

বটুকেশ্বর– এই আসতে আসতে পুকুরটা দেখলাম। জল তো প্রায় অনেকটাই শুকিয়ে গেছে। আর শুধু আপনাদের পুকুরটাই বা বলি কেন? গাঁয়ে তো বৃষ্টির দেখা নেই সেই কবে থেকে। পুকুর, কুঁয়ো, খাল সবেরই জল শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। এইরকম শুকিয়ে যাওয়া পুকুরের মাছ কি আর সুস্বাদু হবে কত্তা? বরকর্তাদের কাছে আপনাদের নিন্দে না হয় – তাই বলছিলাম আর কি...

হারাধন – (চিন্তিত মুখে) হুমম্, সে ঠিকই বলছো। কিন্তু এখন কি যে করবো বুঝতে পারছি না। গ্রামে জলের সমস্যাটা এ বছর বাড়াবাড়ি রকমই দেখা দিয়েছে।

বটুকেশ্বর– হ্যাঁ কত্তা, তেমন বৃষ্টি নেই, তেষ্টায় কত লোকের যে ছাতি ফেটে গেল, কি আর বলবো। তবে সত্যি ধন্যবাদ জিতেন্দ্রবাবুকে। গাঁয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে তিনটে নলকূপ বসাবার কথা বলে দিয়েছেন। ওনারও সামনে ছেলের বিয়ে তো। জলের এই সমস্যা দেখে বলে দিয়েছেন কয়েকদিনের মধ্যেই তিনটে নলকূপ বসাবেন। দুটো কুয়োও খুঁড়ে দিচ্ছেন। ওনার চাষের জমিটার পাশে তো এর মধ্যেই দুটো নলকূপ বসালেন যাতে ফসলের কোনও কমতি না হয়। সামনে ছেলের বিয়ে বলে কথা।

হারাধন – সে কি! এসব কবে হল? কিছুই তো জানতে পারলাম না। জিতেন্দ্র ব্যাটা এত কিছু করে ফেলবে?

বটুকেশ্বর– এই তো গত পরশুই শুনলাম আমি এসব বলেছেন। আপনাদের তো সেই কবে থেকে কি যেন এক ঝামেলায় মুখ দেখাদেখি বন্ধ। তাই হয়তো জানতে পারেননি।

হারাধন – হুমম্, ব্যাটা এসব করে বেশি দানবীর সাজছে। লোকে যাতে ওকে ধন্য ধন্য করে।

বটুকেশ্বর– সে তো এখনই ধন্য ধন্য শুরু করে দিয়েছে কত্তা! গাঁয়ের লোকে খুব খুশি।

হারাধন – (গম্ভীর স্বরে) হুমম...

বটুকেশ্বর– তিনটে নলকূপ, দুটো কুয়ো, শুনছি নাকি একটা পুকুরও খোঁড়াবার ...

হারাধন – (বিরক্ত হয়ে) ব্যাস্! আর বলতে হবে না! শোনো, গ্রামের লোকদের বলে দাও, আমি পাঁচ দিনের মধ্যে গ্রামে চারটে নলকূপ, তিনটে কুয়ো বসাবার ব্যবস্থা করছি। একটা পুকুরও খোঁড়াবো তারপর। জিতেন্দ্র ব্যাটার নামে জিত, আর আমার নামে হার আছে বলে ওর কাছে সবসময় আমায় হারতে হবে তা নয়। ম্যাট্রিকুলেশনে পাঁচ নম্বর বেশি পেয়েছিল, ব্যাস, আর নয়!

বটুকেশ্বর– সত্যি? আপনি তো ভগবান কত্তা! জিতেন্দ্রবাবুর চেয়েও আপনার নামে জয়-জয়কার বেশি হবে। শুরুটা না হয় আমিই করি। জয় হারাধন ঘোষালের জয়! জয় ...

হারাধন – (হেসে) আরে, ব্যস্ ব্যস্! তুমি আগে যাও, গাঁয়ে খবরটা দিয়ে এসো।

বটুকেশ্বর– (আহ্লাদিত হয়ে) সে আর বলতে! এই এক্ষুণি যাই কত্তা!

[SCENE – 2]

(দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ)

বটুকেশ্বর– জিতেন্দ্র কত্তা, আসবো নাকি?

জিতেন্দ্র - আরে বটুক যে, এসো এসো। আবার দরজায় দাঁড়িয়ে জিগ্‌গেস্‌ করো কেন? সোজা ঢুকে আসবে তো!

বটুকেশ্বর– (হেসে) বেশ বেশ। এবার থেকে তাই করবো। তা বলুন কেমন চলছে ছেলের বিয়ের কাজ?

জিতেন্দ্র - এই চলছে। তা গাঁয়ে তো বৃষ্টির দেখা নেই। পুকুর, কুয়োর জল শুকিয়ে এল। বিয়েতে জলের কোনও সমস্যা না হয় তাই দুশ্চিন্তায় আছি।

বটুকেশ্বর– তাই? হায় রাম! তা এতে সমস্যা কই? হারাধনবাবু তো গ্রামে চারটে নলকূপ, তিনটে কুয়ো বসাচ্ছেন। একটা পুকুরও খুঁড়ে দেবেন। সেখান থেকে জল নিয়ে নেবেন। ব্যস্‌, কোনও সমস্যাই থাকবে না।

জিতেন্দ্র - (রেগে, উত্তেজিত হয়ে) কী? হারা ব্যাটা কুয়ো খুঁড়বে, নলকূপ বসাবে আর সেই জল আমি নেবো! কভি নেহি! কিছুতেই না! এ হতেই পারে না!

বটুকেশ্বর– সে কি! কেন?

জিতেন্দ্র - ও আমার চিরশত্রু। সবকিছুতে আমায় টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা! কিন্তু স্কুল পাশের সময় থেকে আজ অবধি পারেনি। শুনেছি সে ব্যাটার নাকি মেয়ের বিয়ে! যেই শুনেছে আমি ছেলের বিয়ে দেবো, সঙ্গে সঙ্গে সেও মেয়ের বিয়ে দেবে! কিছুই না, গ্রামের লোককে দেখাতে চায় সে আমার চেয়েও ধুমধাম করে বিয়ে দিতে পারে!

বটুকেশ্বর– ও বাবা! তাই নাকি! আপনাদের চোরাগোপ্তা এত রেষারেষি?

জিতেন্দ্র - রেষারেষি ও করে। আমি মোটেই করি না।

বটুকেশ্বর– হ্যাঁ, তা তো বটেই। কিন্তু কত্তা আপনার ছেলের বিয়েতে ওই জলের সমস্যাটা?

জিতেন্দ্র - ও হ্যাঁ, তা ও ক'টা নলকূপ, কুয়ো আর পুকুরের বন্দোবস্ত করছে বললে?

বটুকেশ্বর– আজ্ঞে চারটে নলকূপ, তিনটে কুয়ো, একটা পুকুর...

জিতেন্দ্র - বেশ, আমি পাঁচটা নলকূপ, চারটে কুয়ো আর দুটো পুকুরের বন্দোবস্ত করে দেবো। যাও বলে দাও সবাইকে।

বটুকেশ্বর– (আহ্লাদিত স্বরে) সে আর বলতে! আপনি তো ভগবান কত্তা! লোকে এটা শুনলে জয়-জয়কার করবে আপনার নামে। গ্রামে জলের এত কষ্ট। আপনি মহা উপকার করলেন যে। সত্যি, জয়, জিতেন্দ্র বাগচীর জয়... জয় ...

জিতেন্দ্র - (হেসে) আরে বাবা, থাক থাক। অনেক হয়েছে।

বটুকেশ্বর– অনেক তো আপনি করলেন কত্তা! যাই, সকলকে জানিয়ে আসি কথাটা।

জিতেন্দ্র - বেশ বেশ, যাও।

বটুকেশ্বর– আসি। পেন্নাম!

[খানিকক্ষণের pause]

বটুকেশ্বর– (খুব খুশি হয়ে মনে মনে বলছে, এমন স্বরে) আহা বটুকেশ্বর তোর ঘটে তো বুদ্ধি আর ধরে না। কি দারুণ খেল দেখালি বাপ! নিজের পুকুর শুকিয়েছে, গ্রামে জল মেলে না তো কি? বুদ্ধি দিয়ে সবের ব্যাবস্থা হয়। এত বুদ্ধি আর কার হয়? জয় বটুকেশ্বর দত্তর জয়!

[SCENE – 3]

[দুজনে (দুটি পুরুষকণ্ঠ একসঙ্গে হেসে ওঠে]

সুরেশ (হেসে) : ওহ বিনয় তুই পারিস বটে। নামে বিনয় হয়েও কথা বলায় কোনো বিনয় দেখালিনা? সোজা গিয়ে লোকটাকে শুনিয়ে দিলি?

বিনয় : দেখ সুরেশ আমি ডাক্তার। রোগী যদি রোজ দশটা সিগারেট খেয়ে বলে আমার কাশি কেন কমছেনা তখন অত বিনয় আমি দেখাতে পারবোনা। ভুলগুলো কড়া ভাষাতেই বোঝাতে হয়।

[pause]

অ্যাই রাস্তার দুদিকে কি হচ্ছে রে এগুলো? এত খুঁড়ছে কেন চারদিক?

সুরেশ : জানিনা তো। চ দেখি গিয়ে।

বিনয় : ও ভাই, তোমরা এত খোঁড়াখুঁড়ি করছো কি কাজে? একটু আগে মোড়েও দেখলাম রাস্তা খোঁড়া। সামনেও দু জায়গায় খোঁড়া।

মিস্ত্রি : নলকূপ বসবে কত্তা। মোড়েরটা জিতেনবাবুর। আর এটা হারাধনবাবুর।

বিনয় : মানে? দশ হাত কুড়ি হাত দূরে দূরে নলকূপ? আর জিতেনবাবুর, হারাধনবাবুর এসবের মানেটা কি?

মিস্ত্রি : আজ্ঞে এঁনারা হুকুম করেছেন গ্রামে চারটো পাঁচটা করে নলকূপ খুঁড়তি হপে, দুইটো তিনটি করে কুঁয়ো খুঁড়তি হপে, তাপ্পর পুকুরো কাটতি হপে।

বিনয় : ইয়ার্কি নাকি! একটা গ্রামে এতগুলো নলকূপ, পুকুর, কুঁয়ো খোঁড়া হবে। ভূগর্ভস্থ জলস্তরের তো সর্বনাশ হয়ে যাবে।

সুরেশ : কেন? গ্রামের তো ভালোই হবে রে। তুই তো সবে এসেছিস শহর থেকে। জানিস না, এই গ্রামে জলের খুব কষ্ট গত কিছু বছর ধরে। নলকূপ, কুঁয়ো, পুকুর হলে গ্রামের লোকেদের তো সুবিধেই হবে।

বিনয় : কিন্তু সবকিছুরই তো একটা সীমা থাকে সুরেশ। অপ্রয়োজনে এত নলকূপ, কুঁয়ো খোঁড়া হচ্ছে। এতে মাটির নীচে জলস্তর ভীষণ কমে যাবে। নানা রোগও হতে পারে। তাতে বিপদ বাড়বে বই কমবেনা।

সুরেশ : কিন্তু এখন এই গ্রামে যে জলের খুব দরকার। বৃষ্টিও অল্প হচ্ছে। এ অবস্থায় ....

বিনয় : এই অবস্থা শোধরানোর উপায় এটা নয়। অনিয়ন্ত্রিতভাবে মাটির নীচের জল তোলার ব্যবস্থা করলে ফলাফল খুব খারাপ হবে। ও মিস্ত্রিভাই শোনো, যাঁরা এই কাজ করতে দিয়েছেন তোমাদের তাঁদের বলো এতে গ্রামের ক্ষতি হবে। এত নলকূপ খুঁড়োনা তোমরা।

মিস্ত্রি : বাবু আমরা গরীব লোক। মালিকের কতায় কাজ করতেচি। মালিক আমাদের কতা শুনবে না আমরা মালিকের? এসব বলতি গেলে কাজটাই চলে যাবে গো। এ আমদের করতি বলোনা গো।

বিনয় (রেগে) : তোমরা বুঝতে পারছোনা এর ফল কি মারাত্মক হতে পারে! খুব ভুগবে পরে ... খুব..

[SCENE – 4]

[একসঙ্গে অনেকের কাতর গোঙানির শব্দ] (প্রত্যেকে রোগযন্ত্রণায় কাতর গলায় কথা বলবে)

জনৈক পুরুষ ১ : ডাক্তারবাবু পেটে খুব ব্যথা। আর সইতে পারছিনা। আমায় আগে দেখে দিন।

জনৈক মহিলা ১ : উফ মা গো, আমার হাতে পায়ে কালো কালো ঘায়ে ভরে গেছে ডাক্তারবাবু। আমি মরে যাবো, মা গো। আমারে কিছু একটা ওষুধ দিন ডাক্তারবাবু।

জনৈক পুরুষ ২ : ও ডাক্তারবাবু আমার রক্তবমি হচ্ছে। আমি কি মরে যাচ্ছি? আমি কি মরে যাবো ডাক্তারবাবু?

জনৈক মহিলা ২ : ডাক্তারবাবু আমার মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে গেছে। জ্ঞান ফিরছেনা। আমাশার মত পেটখারাপ ছিল। আজ একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেল গো। ওকে সুস্থ করে দিন ডাক্তারবাবু।

বিনয় : আপনারা একটু শান্ত হয়ে বসুন। আমি সবাইকে দেখে দিচ্ছি। আমায় এক এক করে রোগীদের দেখতে দিন একটু। মাসিমা আপনি আসুন আগে। এখানটায় বসুন।

[চেয়ার টানার শব্দ]

হ্যাঁ বলুন কি কি সমস্যা হচ্ছে?

[দড়াম করে দরজা খোলার শব্দ]

হারাধন (কাতর স্বরে, হাঁপাতে হাঁপাতে) : ও ডাক্তার আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। আমার মেয়েটা দেখুন কীরকম যন্ত্রণায় কাটা পাঁঠার মত ছটফট করছে। আজ বাদে কাল ওর বিয়ে ডাক্তার। সব শেষ হয়ে যাবে ....

বিনয় : আপনি শান্ত হন আগে। ওকে শুইয়ে দিন টেবিলটায়। কি হয়েছে ধীরে সুস্থে বলুন।

হারাধন : এই দেখুন পেটের ব্যথায় কেমন ছটফট করছে কখন থেকে।

[মেয়ের ব্যথায় গোঙানির শব্দ]

হারাধন : আর দেখুন এই হাতে পায়ে কিরকম কালো কালো ছোপ হয়েছে। বুকে পিঠেও হচ্ছে এমন। আগেও অল্প ছিল কিন্তু দিনদিন বিশ্রীভাবে বাড়ছে। ওর বিয়েটা যে কিভাবে দেবো এবার কিচ্ছু বুঝতে পারছিনা ডাক্তার।

বিনয় (বিরক্ত হয়ে) : বিয়ের চিন্তা পরে করবেন। আগে ওকে সুস্থ করার কথা ভাবুন। দেখতে দিন আমায়।

[হাঁপানোর শব্দ]

জিতেন্দ্র : ডাক্তারবাবু একটু আসছি। [খানিক pause] আমার ছেলেটাকে দেখুন একটু দয়া করে। কেমন নেতিয়ে গেছে। কাল থেকে ডায়েরিয়ার মত হয়েছে। ক্রমশ ঝিমিয়ে যাচ্ছে ছেলেটা।

বিনয় : ওকে বসান শিগগির চেয়ারটায়।

[চেয়ার টানার শব্দ]

হারাধন : সে কি জিতেন্দ্র! তোর ছেলেরও বিয়ের আগে শরীর খারাপ হল?

জিতেন্দ্র : হ্যাঁ রে হারাধন, তোর মেয়েটাও তো দেখছি কাতরাচ্ছে যন্ত্রণায়। গ্রামে এত লোকের শরীর খারাপ। এত দেখছি মড়ক লেগে গেল।

বিনয় : আপনারাই জিতেন্দ্রবাবু আর হারাধনবাবু?

(গলা গম্ভীর করে) : গোটা গ্রামের এই দশা তো আপনাদের জন্যই।

জিতেন্দ্র, হারাধন (সমস্বরে) : অ্যাঁ? আমাদের জন্য?

বিনয় : হ্যাঁ। গ্রামে এতগুলো নলকূপ, কুঁয়ো খুঁড়িয়ে মাটির নীচের জল অনিয়ন্ত্রিতভাবে তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এতে মাটির নীচের ফাঁকা জায়গায় আর্সেনিকের যৌগ বাতাসের সঙ্গে বিক্রিয়া করে বিষাক্ত যৌগ তৈরি করেছে। সেই যৌগ জলে মিশে নলকূপের জলের মাধ্যমে পানীয় জলে মিশে আর্সেনিক দুষণ ঘটিয়েছে। এর প্রভাবে গ্রামের লোকদের ডায়েরিয়া, রক্তবমি, হাতে পায়ে কালো ছোপ বা কালো ঘা দেখা দিয়েছে। চামড়া খসখসে হয়ে গেছে। এর প্রভাব যদি আরো বাড়ে তাহলে ফুসফুস, যকৃৎ, ত্বকের ক্যানসার অবধি হতে পারে। ভূগর্ভের জল অতিরিক্ত মাত্রায় তোলার ফলে মাটির ফাঁকে ফ্লুরাইড নামে যৌগ সঞ্চিত হয়ে ফ্লুরাইড দূষণও ঘটাতে পারে। এতে পেশি-খিঁচুনি, আল্যার্জি, রক্তের ও ফুসফুসের রোগ হয়, দাঁত ও মাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মস্তিষ্কের কোশ নষ্ট হতে

পারে। এমনকি হাঁটুর নীচ থেকে পা বাইরের দিকে বেঁকে যায় যাকে নক নি সিনড্রোম বলে। আমাদের গ্রামে তো দেখলাম ইঁট তৈরীর কারখানাও আছে। সেখান থেকে সহজেই ফ্লুরাইড উপাদান জলে এসে মিশতে পারে। এগুলো নলকূপ, কুঁয়ো খুঁড়ে আপনারা তো এইসবের ব্যবস্থাই দারুণ ভাবে করে রেখেছেন। এই এলাকায় আর্সেনিকের প্রভাব নিশ্চয়ই আগে থেকে ছিল। এই আপনাদের মহান কীর্তিতে এত দ্রুত সেই আর্সেনিকের প্রভাব ছড়িয়ে গেল।

হারাধন (কাঁপা গলায়) : কিন্তু আমরা তো কিছুই জানতামনা ডাক্তারবাবু। গ্রামে জলের এত সমস্যা। আর এই জিতেন্দ্র কূপ খোঁড়াচ্ছিল তাই আমিও ভাবলাম কয়েকটা খুঁড়িয়ে দি, গ্রামের লোকেদের সুবিধে হবে।

জিতেন্দ্র : সেকি! তুই তো আগে কূপ খোঁড়াচ্ছিলি। আমায় বটুকেশ্বর এসে বলল। তাই তো পাল্লা দিতে গিয়ে আমিও ...

হারাধন : হায় ভগবান! আমাকেও তো বটুকেশ্বরই এসে বলল ....

জিতেন্দ্র : তার মানে...

বটুকেশ্বর (কাতরাতে কাতরাতে) : উহ, বাবা, উফ, আর পারছিনা। ডাক্তারবাবু আর পারছিনা। পেট ছিঁড়ে যাচ্ছে, রক্তবমি হচ্ছে। বাঁচান ডাক্তারবাবু বাঁচান।

হারাধন (রেগে) : এই তো শয়তানটা। এর উস্কানিতেই আমরা এত বড় সর্বনাশ করলাম। একদম ওর চিকিৎসা করবেননা ডাক্তারবাবু। মরতে দিন ব্যাটাকে। এর জন্য যত দুর্দশা।

বটুকেশ্বর (ভয়ে ভয়ে) : আপনার সঅঅঅব...

জিতেন্দ্র : জেনে গেছি সবকিছু। তোর সব চালাকি।

বটুকেশ্বর : আমায় মাফ করে দিন। আমি কেবল গ্রামের জলের সমস্যাটা....

হারাধন : চুপ কর হতভাগা! তোর জন্য গ্রামে আর্সেনিকের বিষ ছড়ালো।

বটুকেশ্বর (ভয়ার্ত গলায়) : আর্সেনিক! বিষ!

বিনয় : হ্যাঁ বিষ। মাটির নীচে জলস্তরে এই বিষ ছড়িয়ে গেছে। প্রতি লিটার পানীয় জলে ০.০৫ মিলিগ্রাম আর্সেনিক থাকতে পারে সর্বোচ্চ। তার চেয়ে বেশি হলে তা শরীরে বিষক্রিয়া ঘটায় ও শরীরে অনেক রোগ তৈরি করে।

বটুকেশ্বর : কিন্তু বিষ কোথা থেকে আসে ডাক্তারবাবু?

বিনয় : মাটির নীচে আর্সেনিকের খনিজ স্তর আছে। নলকূপের মধ্যে যে অক্সিজেন ঢোকে তা আর্সেনিকের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে জলে দ্রাব্য যৌগ তৈরি করে। এভাবে তা জলের সঙ্গে মিশে যায়। কলকারখানায় আকরিক, সোনা ও সিসা নিষ্কাশনের সময়ে বা কীটনাশক, আগাছানাশক কৃষিজমিতে ব্যবহার হলে তার মধ্যে থাকা আর্সেনিক যৌগ জমিতে ব্যবহৃত জলে ধুয়ে পুকুর, নদী, খালে পড়ে। মাটির নীচে জলস্তরেও চুঁইয়ে যায়।

জিতেন্দ্র : কিন্তু এখন উপায় কি ডাক্তারবাবু? আমরা এই রোগ থেকে কিভাবে মুক্তি পাবো?

বিনয় : সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড ও ব্লিচিং পাউডারের দ্রবণ জলে মিশিয়ে, তার সঙ্গে ফিটকিরি মিশিয়ে উপরের জল ফিল্টার করে পান করতে হবে। নলকূপের জল আপনারা কেউ খাবেননা এখন। অগভীর জলাশয়ের জল ফুটিয়ে ছেঁকে খান। সম্ভব হলে ডিস্টিলড ওয়াটার বা পাতিত জল কিনে খান। তবে এভাবেও বেশিদিন চলবেনা। গ্রামের সব পানীয় জলের উৎস পরীক্ষা করিয়ে আর্সেনিক শোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি আবার এক লিটার জলে ১.৫ মিলিগ্রামের বেশি ফ্লুরাইড থাকে সেটাও শোধিত করতে হবে। স্বাস্থ্য দপ্তরে আমার যোগাযোগ আছে। আমি দ্রুত তার ব্যবস্থা করছি।

হারাধন : ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।

জিতেন্দ্র : সত্যি, আপনি না থাকলে আমরা প্রত্যেকে মারা যেতাম।

বিনয় : আমায় ধন্যবাদ না জানিয়ে নিজেদের শোধরান। প্রতিজ্ঞা করুন কখনো ভূগর্ভস্থ জলের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার করবেননা, করতে দেবেনওনা।

হারাধন, জিতেন্দ্র (সমস্বরে) : না না, করবোনা, একদম না।

বটুকেশ্বর : আমিও নাক কান মুলছি। সবটা জানলাম, বুঝলাম। আর কখনো এমন ভুল হবেনা। কিন্তু গ্রামে জলের সমস্যাটা কিভাবে দূর করবো আমরা সেটা যদি বলে দেন ডাক্তারবাবু।

বিনয় : যতটুকু বৃষ্টি হবে সেই বৃষ্টির জল ধরে রেখে সেই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। আমার এক বন্ধু এই বিষয়ে আপনাদের বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দেবে। কিভাবে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করতে হবে তাও দেখিয়ে দেবে। চিন্তা করবেননা।

বটুকেশ্বর : বাহ, আপনি ভগবান ডাক্তারবাবু। এত বড় উপকার করলেন, আমরা চিরকাল মনে রাখবো আপনাকে। জয় জয়কার করবো আপনার। জয় ডাক্তারবাবুর জয়।

হারাধন,জিতেন্দ্র,বটুকেশ্বর মিলে : জয় ডাক্তারবাবুর জয়।